ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭
www.islamicfoundation.gov.bd

জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা, ২০২১

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমিকা

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ত্রিশ লক্ষ শহীদের বুকের তাজা রক্ত আর দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভূত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই দেশকে সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বহুমাত্রিকতার সূচনা করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন যার অন্যতম হচ্ছে ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব, পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্যায় বিচারের মত মৌলিক আদর্শাবলী প্রচার, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, আইন ও বিচার ব্যবস্থার উপর গবেষণা কার্যক্রমের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা। এ সম্পর্কিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ এর ধারা ১১ এর দফা (ক) অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যাবলী মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্র, একাডেমি ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, পরিচালনা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

পবিত্র কাবা পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতগৃহ। আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য কাবাঘর নির্মিত হয়। কাবাগৃহের অনুকরণে পৃথিবীতে গড়ে উঠছে অসংখ্য মসজিদ। মসজিদ মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণকর সকল কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে মসজিদের এই ভূমিকা পালিত হয়ে আসছে। মহানবী (সা.) মসজিদে নববীতে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি ৪টি মৌলিক কাজ চালু করেছেন; যথা (১) ইবাদত , (২) কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা, (৩) দাওয়াত (৪)আত্মশুদ্ধি ও খেদমতে খালক।

মসজিদে নববীর আলোকে মডেল মসজিদকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৭৫ এর বিধানের আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে একটি করে মডেল মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় দেশের সকল উপজেলা সদর, জেলা সদর ও মহানগর পর্যায়ে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণাধীন জেলা সদরের চারতলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মোট আয়তন ৩৬০০৪ বর্গফুট এবং উপজেলা সদরে তিনতলা ভবনের মোট আয়তন ২৮৬৮৫ বর্গফুট। এতে সকল আধুনিক সুযোগ সুবিধার সংস্থান রাখা হয়েছে। এসব মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হবে মুসলিম জনগোষ্ঠির ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, দ্বীনি দাওয়াত কার্যক্রম, হিফজখানা, ইসলাম ধর্মীয় গবেষণা কার্যক্রম, পাঠাগার, হলরুম, ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হজ্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইসলামী পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র, মৃতদেহের গোসল ও জানাজার ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত কার পার্কিং, অজু গোসল ও বিশ্রামের ব্যবস্থা।

এই ৫৬০টি মডেল মসজিদকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠির ধর্মীয়, সামাজিক, ইসলামী সাংস্কৃতিক, গবেষণা চর্চা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। মসজিদগুলো নির্মিত হলে বাংলাদেশে ইসলামের সঠিক প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হবে। ধর্মের নামে উগ্রতা, মৌলবাদ, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদ এবং গুজব দূরীভূত হবে। অসাম্প্রদায়িক ও উন্নত ধর্মীয় মূলবোধসম্পন্ন একটি উন্নত সমাজ ও বাংলাদেশ গড়ে তুলতে মসজিদগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাতে পরমতসহিষ্ণু ও উন্নত চরিত্রের নাগরিক গড়ে উঠবে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শুদ্ধাচার। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে এ সমস্ত মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রধান ভূমিকা পালন করবে। চরিত্রবান, আদর্শ, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ নাগরিকই শুদ্ধাচারের অনুসারী ও বাস্তবায়নকারী। সৎ, নিষ্ঠাবান , শুদ্ধ ও আদর্শ মানুষ তৈরিতে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ সরকারের একটি সময়োচিত ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

বাংলাদেশ সরকার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম ইতোপূর্বে গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১। শিরোনাম ও প্রয়োগ

(১) এই নীতিমালা "জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা, ২০২১" নামে অভিহিত হবে।

(২) এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ও দিক নির্দেশনামূলক হবে।

(৩) এর দ্বারা কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সৃষ্টি হবে না।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়-

(ক) "অনুচ্ছেদ", "উপ-অনুচ্ছেদ" অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ;

(গ) "মসজিদ পরিচালনা কমিটি" বা "কমিটি" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩-এ বর্ণিত মসজিদ পরিচালনা কমিটি;

(ঘ) "মসজিদ" অর্থ "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদ;

(ঙ) "পেশ ইমাম" অর্থ যিনি জুমআর নামাজে খুতবা দানসহ জুম'আ ও পাঞ্জেগানা নামাজে ইমামতি করেন;

(চ) "মুয়াজ্জিন" অর্থ যিনি মসজিদে নামাজের আজান দেয়াসহ পেশ ইমামকে তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করেন;

(ছ) "খাদেম" অর্থ যিনি নামাজে ইমামতি ও আজান দেয়া ব্যতীত মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও দৈনন্দিন কাজকর্মসহ অন্যান্য কাজ সম্পাদন করেন।

(জ) "পরিশিষ্ট" অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ-এর বিস্তারিত বিবরণ/অতিরিক্ত স্পষ্টীকরণার্থে সংযুক্তি আকারে প্রদত্ত যা নীতিমালারই অংশ হিসেবে বিবেচিত।

(ঝ) **"আচরণ বিধি"** অর্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর রাজস্ব জনবলের জন্য প্রযোজ্য আচরণ বিধি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩। মসজিদ পরিচালনা কমিটি

(ক) উপজেলা মডেল মসজিদ পরিচালনা কমিটি

০১.	সংশ্লিষ্ট মাননীয় সাংসদ (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে মাননীয় সাংসদ কর্তৃক মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি)	প্রধান উপদেষ্টা
০২.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পরিষদের একজন নির্বাচিত ব্যক্তি)	উপদেষ্টা
০৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত উপজেলা পর্যায়ে একজন বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা)	সভাপতি
০৪.	মেয়র (সংশ্লিষ্ট উপজেলার মধ্যে অবস্থিত পৌরসভা) (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে প্যানেল মেয়র। প্যানেল মেয়র অন্য ধর্মাবলম্বী হলে মেয়র কর্তৃক মনোনীত পৌরসভার নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন সদস্য)	সদস্য
০৫	উপজেলা প্রকৌশলী (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা)	সদস্য
০৬.	অফিসার ইনচার্জ, সংশ্লিষ্ট থানা (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের অন্য একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
০৭.	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব (মডেল মসজিদ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং মডেল মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী)	সদস্য
০৮.	কোন ইউনিয়ন পরিষদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত মডেল মসজিদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত পরিষদের একজন নির্বাচিত ব্যক্তি)	সদস্য
০৯.	সভাপতি কতৃক মনোনীত স্থানীয় মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/মোহতামিম	সদস্য

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০.	সংশ্লিষ্ট উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম/খতিব	সদস্য
১১.	MoU-এর মাধ্যমে কোন সরকারি দপ্তরের জমিতে নির্মিত মডেল মসজিদের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ঐ দপ্তরের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা (উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা না থাকলে ঐ দপ্তরের জেলা থেকে মনোনীত একজন কর্মকর্তা/ব্যক্তি জমি দাতার ক্ষেত্রে একজন জমি দাতা অথবা তার একজন প্রতিনিধি। (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা)	সদস্য
১২.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট উপজেলার ফিল্ড সুপারভাইজার (উপজেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক পদে জনবল নিয়োগ পেলে-সহকারী পরিচালক)	সদস্য-সচিব

(খ) জেলা মডেল মসজিদ পরিচালনা কমিটি

০১.	সংশ্লিষ্ট মাননীয় সাংসদ (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে মাননীয় সাংসদ কর্তৃক মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি)	উপদেষ্টা
০২.	জেলা প্রশাসক (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত একজন ন্যূনতম উপসচিব পদমর্যাদার বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা)	সভাপতি
০৩.	পুলিশ সুপার (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার কর্মকর্তা)	সদস্য
০৪.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা)	
০৫.	মেয়র, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে প্যানেল মেয়র এবং প্যানেল মেয়র অন্য ধর্মাবলম্বী হলে মেয়র কর্তৃক মনোনীত পৌরসভার একজন নির্বাচিত সদস্য)	সদস্য
০৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা);	সদস্য
০৭.	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব (মডেল মসজিদ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং মডেল মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী)	সদস্য
০৮.	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/মোহতামিম	সদস্য
০৯.	সংশ্লিষ্ট জেলা মডেল মসজিদের ইমাম/খতিব	সদস্য
১০.	MoU-এর মাধ্যমে কোন সরকারি দপ্তরের জমিতে নির্মিত মডেল মসজিদের ক্ষেত্রে ঐ দপ্তরের জেলার শীর্ষ কর্মকর্তা/ ব্যক্তি জমি দাতার ক্ষেত্রে একজন জমি দাতা অথবা তার একজন প্রতিনিধি। (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা)	সদস্য
১১.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগ/জেলার সংশ্লিষ্ট পরিচালক/উপ-পরিচালক	সদস্য-সচিব

(গ) সিটি কর্পোরেশনে অবস্থিত মডেল মসজিদ পরিচালনা কমিটি

০১.	মেয়র, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে প্যানেল মেয়র এবং প্যানেল মেয়র অন্য ধর্মাবলম্বী হলে মেয়র কর্তৃক মনোনীত সিটি কর্পোরেশনের একজন নির্বাচিত সদস্য)	উপদেষ্টা
০২.	জেলা প্রশাসক (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত একজন ন্যূনতম উপসচিব পদমর্যাদার বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা)	সভাপতি
০৩.	সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনার (অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার কর্মকর্তা)	সদস্য
০৪.	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত গণপূর্ত অধিদপ্তরের মুসলিম ধর্মাবলম্বী স্থানীয় অফিসের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা;	সদস্য
০৫.	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিত্ব (মডেল মসজিদ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং মডেল মসজিদের নিয়মিত মুসল্লী)	সদস্য

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬. সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ/মোহতামিম — সদস্য

০৭. সংশ্লিষ্ট মডেল মসজিদের ইমাম/খতিব — সদস্য

০৮. **MoU-এর মাধ্যমে কোন সরকারি দপ্তরের জমিতে নির্মিত মডেল মসজিদের ক্ষেত্রে ঐ দপ্তরের স্থানীয় শীর্ষ কর্মকর্তা/ ব্যক্তি জমি দাতার ক্ষেত্রে একজন জমি দাতা অথবা তার একজন প্রতিনিধি।** — সদস্য
(অন্য ধর্মাবলম্বী হলে তাঁর মনোনীত তাঁর দপ্তরের একজন উপযুক্ত কর্মকর্তা)

০৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগ/জেলার সংশ্লিষ্ট পরিচালক/উপ-পরিচালক — সদস্য-সচিব

(ঘ) মসজিদ পরিচালনা কমিটির কার্যাবলি

(১) মসজিদে জুমআ'র নামাজ, প্রাক-খুতবা ও খুতবা এবং পাঁচওয়াক্ত নামাজ, দুই ঈদের নামাজ ও জানাজার নামাজের আয়োজন;

(২) মসজিদ কমিটি এবং স্থানীয় মুসল্লীদের সহযোগিতায় পবিত্র কোরআন শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, হিফজখানা, শিশুদের মক্তব শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদির আয়োজন করা;

(৩) মসজিদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, নগদ অর্থ ও অন্যান্য স্থায়ী-অস্থায়ী যাবতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত মনিটরিং ও ফলো-আপ করা;

(৪) মসজিদের প্রয়োজনীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) সুযোগ থাকলে আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খাত, যথা-দোকান,বাড়ি, ভূমি ইত্যাদি ক্রয় ও নির্মাণ, পুকুরে মাছ চাষ, জমিতে কৃষি খামার স্থাপন ইত্যাদি অর্থকরি খাতে বিনিয়োগ;

(৬) মসজিদের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং মসজিদের সার্বিক উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ;

(৭) স্থায়ী জনবল কাঠামো অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সম্মানীর ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ/বাছাই;

(৮) মসজিদে পাঠাগার ও রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা, পাঠক বৃদ্ধিসহ পাঠাগার সমৃদ্ধকরণ;

(৯) মসজিদভিত্তিক সুষ্ঠু ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে শিশু, কিশোর ও মুসল্লীদের মধ্যে হামদ নাত, ক্বিরআত, আযান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান;

(১১) অপসংস্কৃতি, শিরক, বিদআত, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তি রোধ, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও গুজব রোধে ক্রমান্বয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন এবং এই ব্যাপারে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লীদের সহযোগিতা গ্রহণ করবে;

(১২) মসজিদ এলাকার অসহায়, বিধবা, বৃদ্ধ, গরীব-মিসকীন, ইয়াতিম, অন্ধ ও পঙ্গুদের সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) মসজিদের রেস্ট হাউজ, অডিটোরিয়াম, প্রশিক্ষণকক্ষ ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা;

(১৪) মসজিদের উন্নয়ন ও দৈনন্দিন পরিচালনা;

(১৫) কমিটির সভাপতির মৌখিক/লিখিত নির্দেশে সদস্য-সচিব সভা আহবান করবেন;

(১৬) সভার হাজিরা এবং সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত আকারে সংরক্ষিত থাকবে;

(১৭) প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার এবং বিশেষ প্রয়োজনে আরও বেশি সংখ্যকবার সভা আহবান করা যাবে;

(১৮) সভায় অংশগ্রহণের জন্য কমিটির কোন সদস্য কোন ভাতা/সম্মানী প্রাপ্য হবেন না;

(১৯) সভার কোরাম পূর্ণ হওয়ার জন্য কমিটির কমপক্ষে ১/৩ ভাগ সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে। (কোরামের ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ১ ধরতে হবে)

৪। মসজিদের তহবিল

প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা মডেল মসজিদের একটি পৃথক তহবিল থাকবে যার আয়ের উৎস নিম্নরূপ:

(ক) সরকারি অনুদান;

(খ) স্থানীয় জনসাধারণ ও সাধারণ মুসল্লীদের নিয়মিত চাঁদা ও এককালীন দান;

(গ) দান বাক্সে সঞ্চিত অর্থ;

(ঘ) মসজিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হতে আয়;

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঙ) কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার দান;

(চ) মসজিদের রেস্ট হাউজ, অডিটোরিয়াম, প্রশিক্ষণ কক্ষ ইত্যাদি ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ;

(ছ) বিবিধ।

৫। জনবল :

(ক) প্রত্যেক মডেল মসজিদের জনবল হবে নিম্নরূপ:

ক্রম	পদবি	পদ সংখ্যা	মাসিক সম্মানী (সর্বসাকূল্যে)	যোগ্যতা
(১)	পেশ ইমাম	১জন	১৫,০০০ টাকা	ক) দ্বিতীয় শ্রেণির কামিল ডিগ্রী/দাওরায়ে হাদিস পাশ। কোনো প্রতিষ্ঠানে খতিব, মুফতি বা মুহাদ্দিস হিসেবে ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) হাফেজ-ই-কোরআন ও ইলমে ক্বিরাত-এর ওপর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত। হাফেজ-ই-কোরআন অগ্রাধিকার পাবেন। (গ) আরবিতে কথা ও আরবিতে উপস্থিত খুতবা পাঠ এবং ইসলামের উপর গবেষণাধর্মী প্রকাশনা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
(২)	মুয়াজ্জিন	১জন	১০,০০০ টাকা	ক) দ্বিতীয় শ্রেণির আলিম অথবা সমমানের কওমী শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্বীকৃত বোর্ড/প্রতিষ্ঠান থেকে সনদধারী। সংশ্লিষ্টক্ষেত্রে/মুয়াজ্জিন হিসেবে ৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) হাফেজ-ই-কোরআন ও ইলমে ক্বিরাত-এর ওপর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সনদপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
(৩)	খাদিম	২জন	৭,৫০০ টাকা	ক) দ্বিতীয় শ্রেণির আলিম অথবা সমমানের কওমী শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন স্বীকৃত বোর্ড/প্রতিষ্ঠান থেকে সনদধারী। (খ) শারীরিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম হতে হবে । (গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে/খাদিম হিসেবে ১ (এক) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
(৪)	নিরাপত্তা প্রহরী	১জন	৬,৫০০ টাকা	ক) এসএসসি বা দাখিল পাস বা সমমানের উত্তীর্ণ। (প্রয়োজনে ৮ম শ্রেণি পাস বিবেচ্য হবে) (খ) প্রার্থীকে ইসলাম ধর্মের বাস্তব অনুসারী হতে হবে। (গ) শারীরিকভাবে সুস্থ ও সক্ষম হতে হবে ।

(খ) স্থায়ী জনবল কাঠামো অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত পরিচালনা কমিটি কর্তৃক সম্মানীর ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। যে সমস্ত জায়গায় বিদ্যমান মসজিদ ভেঙ্গে তদস্থলে মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে পূর্বে ঐ মসজিদে যাঁরা কমপক্ষে একটানা পাঁচ বছর কর্মরত ছিলেন নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(গ) জনবলের প্রত্যেকে মাসিক সম্মানীর সমপরিমাণ দু'টি ঈদ-উৎসব সম্মানী প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে ঈদ উৎসব সম্মানীর হার নির্ধারিত হবে এর পূর্বের মাসের কর্মকাল হিসাব করে।

(ঘ) সরকার প্রয়োজনে জনবলের সংখ্যা এবং তাঁদের সম্মানী হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

(ঙ) মসজিদ চালু রাখার বিষয়টি অগ্রাধিকারে রেখে পরিচালনা কমিটি জনবলের ছুটি বিবেচনা করবে।

(চ) কর্তৃপক্ষ জনবলের জন্য কোন আবাসনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য নয়।

(ছ) দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) পেশ ইমাম

(অ) মসজিদের আমানতদার হিসেবে কাজ করা;

(আ) জুমআ'র খুতবা প্রদান এবং জুমআ' ও ওয়াক্তিয়া নামাজে ইমামতি করা;

(ই) মসজিদের সাধারণ মুসল্লী ও এলাকাবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বভাব, চরিত্র, আমল, আখলাক উন্নয়নে সাধ্যানুযায়ী অবদান রাখা;

(ঈ) শিশুদের নৈতিকতা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(উ) বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঊ) সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশনা মুসল্লী ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা;

(ঋ) মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(২) মুয়াজ্জিন

(অ) মসজিদের আমানতদার হিসেবে কাজ করা;

(আ) জুম'আ ও ওয়াক্তিয়া নামজের সময় আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং পেশ ইমামের অনুপস্থিতিতে নামাজের ইমামতি করা;

(ই) মসজিদের সাধারণ মুসল্লী ও এলাকাবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বভাব, চরিত্র, আমল, আখলাক উন্নয়নে সাধ্যানুযায়ী অবদান রাখা;

(ঈ) শিশুদের নৈতিকতা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(উ) বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস উদযাপনে সহায়তা করা;

(ঊ) সরকার ও প্রশাসনের নির্দেশনা মুসল্লী ও জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচার করা;

(ঋ) মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(৩) খাদেম

(অ) মসজিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করা;

(আ) ফজর হতে ইশা' পর্যন্ত সকল নামাজের সময় মসজিদের মুসল্লীদের সহায়তা করা;

(ই) মুয়াজ্জিনের অনুপস্থিতিতে জুম'আ ও ওয়াক্তিয়া নামাজের সময় আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

(৪) নিরাপত্তা প্রহরী

(অ) নিরাপত্তা প্রহরী রাতে মসজিদের নিরাপত্তা বিধান করবেন। প্রয়োজনে দিনেও দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(জ) চাকরি বৃত্তান্ত

মসজিদ পরিচালনা কমিটি মসজিদে কর্মরত সকল ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নাগরিকত্ব, জন্ম তারিখ ও সকল সনদপত্রের সত্যায়িত কপি পৃথক পৃথকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। সকলের চাকরি বই থাকবে, যাতে চাকরির বিস্তারিত বিবরণসহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির মন্তব্য ও সীল থাকবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাকরি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলেও তা তার অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করবে এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।

(ঝ) মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিগণের পালনীয়

(১) মসজিদে কর্মরত সকল ব্যক্তি এবং মসজিদ পরিচালনা কমিটির সকল সদস্য-

(অ) এই নীতিমালার সংশ্লিষ্ট অংশ অনুসরণ করবেন;

(আ) বিশ্বস্ততা, সততা, পরহেজগারী ও আন্তরিকতার সাথে মসজিদের খেদমত করবেন;

(ই) শরীয়ত সম্মত নয় এরূপ সকল কাজ হতে বিরত থাকবেন।

(ঈ) উপযুক্ত কারণে পরিচালনা কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে মসজিদে কর্মরত ব্যক্তিকে মসজিদ থেকে অব্যাহতি দিতে পারবেন।

(২) মসজিদে কর্মরত কোন ব্যক্তি-

(অ) সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হবেন না;

(আ) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করবেন না;

(ই) কোন প্রকার অবৈধ লেনদেনে জড়িত হবেন না;

(ঈ) মসজিদে দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এমন কোন চাকরিতে নিয়োজিত হবেন না।

(উ) চাকরি ত্যাগ করতে চাইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে।

৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত কার্যক্রম স্থানান্তর

(ক) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কাযক্রম প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার, মডেল কেয়ারটেকারগণ তাদের দপ্তর মডেল মসজিদে স্থানান্তর করবেন এবং মডেল মসজিদ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কতৃক স্থাপিত জেলা, উপজেলা মডেল মসজিদ পাঠাগার মডেল মসজিদে স্থানান্তরিত হবে। স্থানান্তরিত এ সকল পাঠাগার ও রিসোর্স সেন্টারের সম্মানীসহ যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প থেকে প্রকল্প দলিলের প্রভিশন মোতাবেক সম্পন্ন হবে।

(খ) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কাযক্রম প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক, সহজ কুরআন শিক্ষা (শিশু কিশোর) এবং সহজ কুরআন শিক্ষা (বয়স্ক) শিরোনামের শিক্ষা কেন্দ্র থেকে কমপক্ষে একটি করে শিক্ষা কেন্দ্র উপজেলা/জেলা পর্যায়ের মডেল কেন্দ্র হিসেবে ৫৬০টি মডেল মসজিদ কেন্দ্রে পরিচালিত/স্থানান্তরিত হবে। স্থানান্তরিত এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রের সম্মানীসহ যাবতীয় ব্যয় প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প থেকে প্রকল্প দলিলের প্রভিশন মোতাবেক সম্পন্ন হবে।

৭। এই নীতিমালায় কোন অসংগতি অথবা অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপ সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার